দৈনিক ইত্তেফাক
তারিখ ... 14 MAY 2008
2 ... 8

বিদেশে উচ্চ শিক্ষা ও চাকরির নামে শত শত তরুণ প্রতারণার শিকার

কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে প্রতারক চক্র

॥ আবুল খায়ের ॥

বিদেশে উচ্চ শিক্ষা ও চাকরি দেয়ার নামে শত শত শিক্ষিত তরুণের নিকট থেকে প্রতারকচক্র কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করছে। তারা শুধু তরুণদের টাকা আত্মসাৎ করেই ক্ষান্ত হয় না, টাকা ফেরত চাইতে গেলে সন্ত্রাসী বাহিনী দিয়ে প্রাণনাশের হুমকি দেয়া হয় বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। তরুণদের পক্ষ থেকে এমনি এক প্রতারকচক্রের প্রধান হোতা রায়হান চৌধুরী ওরফে এ আর খন্দকার ও মাহমুদ ইউ তুহিনকে আসামি করে গুলশান থানায় তিনটি, পল্টন থানায় তিনটি, সিলেটে ১টি ও চট্টগ্রামে ১টিসহ ৮টি মামলা দায়ের করা হয়। রায়হান চৌধুরীর আরও একটি নাম এমএ মইন। এই প্রতারকদ্বয় সহোদর এবং তাদের বাড়ি বরিশাল গৌরনদী এলাকায়। এই চক্র পল্টন ও গুলশান-২ নম্বরসহ রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় বিলাসবহুল অফিস প্রতিষ্ঠা করে বিদেশে উচ্চ শিক্ষা ও লোভনীয় চাকরি দেয়ার নাম করে শিক্ষিত তরুণদের নিকট থেকে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নেয়।

তাদের খপ্পরে পড়ে অর্ধশতাধিক শিক্ষিত তরুণের পরিবার আজ নিঃস্ব ও সর্বস্বান্ত। এক দুঃসহ জীবন-যাপন করছে তারা। প্রতারকচক্রের বিরুদ্ধে ৮টি মামলা থাকলেও পুলিশ তাদের গ্রেফতারে তেমন উদ্যোগ নিচ্ছে না। পুলিশের কতিপয় কর্মকর্তার সঙ্গে চক্রের সখ্যতা রয়েছে। এই সকল কর্মকর্তা প্রতারকচক্রের নিকট থেকে নির্ধারিত হারে মাসোহারা পেয়ে থাকে। উক্ত পুলিশ কর্মকর্তারা আইনের (৪র্থ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

বিদেশে উচ্চ শিক্ষা

(প্রথম পৃঃ পর)

মারপ্যাচে ফেলে কিংবা স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনে তদ্বির করে প্রতারকচক্রের বিরুদ্ধে আইনী প্রক্রিয়ার কার্যক্রম বন্ধ করে রাখে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়।

এই ধরনের চক্রের খপ্পরে পড়ে শুধু অর্ধশতাধিক তরুণ নয়, হাজার হাজার পরিবার সর্বস্বান্ত হয়ে গেছে। এদের দেখার কেউ নেই বলে জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর কতিপয় কর্মকর্তা জানান। শুধু বিদেশে চাকরি বিষয়টি উক্ত ব্যুরোর আওতায় পড়ে। উচ্চ শিক্ষার নামে প্রতারকচক্র লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নেয়ার বাণিজ্য করে যাচ্ছে। এটা শিক্ষা বিভাগের ও বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের অধীনে পড়ে। অনেক ট্রাভেল এজেন্সী উচ্চ শিক্ষার নামে শিক্ষিত তরুণদের বিদেশে পাঠানোর বাণিজ্য করে কোটি কোটি টাকা কামিয়ে নিচ্ছে। জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর কয়েক কর্মকর্তা এর সত্যতা স্বীকার করে বলেছেন, এই সকল প্রতারকচক্রের বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি। অন্যথায় প্রতারক চক্রের দৌরাত্ম্য বাড়তে থাকবে বলে উক্ত কর্মকর্তাগণ অভিমত পোষণ করেন।

প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায় যে, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা, ইংল্যান্ড, সুইডেন, ইটালি, স্পেন, আয়ারল্যান্ড, বেলজিয়াম, সুইজারল্যান্ড, গ্রীস, ফ্রান্স ও মালয়েশিয়ায় উচ্চ শিক্ষা ও চাকরি দেয়ার নামে রায়হান চৌধুরী ও মাহমুদ ইউ তুহিন এই দুই সহোদরের নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী চক্র নানা ধরনের বিজ্ঞপ্তি দেয়। এই বিজ্ঞপ্তি দেখে নিরীহ ও সহজ-সরল বেকার শিক্ষিত তরুণরা তাদের সঙ্গে দেখা করে। প্রতারকচক্র ঐ সময় এমন সব কথা বলে, তখন তরুণরা তাদের প্রস্তাবে রাজি হয়ে যায়। অভিভাবকরা পুত্রের জন্য জায়গা-জমি, ঘরবাড়ি ও সহায়-সম্বল বিক্রি করে টাকা জোগাড় করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন। পিতা-মাতা পুত্র বিদেশে গিয়ে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করার পর মোটা অংকের টাকার বেতন পাবে এবং সংসারের দুঃখ-দুর্দশা থাকবে না বলে আশায় বুক বেঁধে থাকেন। কিন্তু প্রতারকচক্রের কথা অনুযায়ী ৫ লাখ থেকে ১০ লাখ টাকা পিতা-মাতা সব কিছু উজাড় করে তাদের হাতে তুলে দেন। টাকা গ্রহণ করার পর প্রতারকচক্রের আসল চেহারা ফুটে উঠে। মাত্র ১২ সপ্তাহের মধ্যে উক্ত দেশসমূহে পাঠানোর মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে বছর পর্যন্ত শেষ হয়ে যায়। প্রতারকচক্র বিদেশে পাঠানোর নামে নানা টালবাহানা অব্যাহত রাখে। জাল ভিসা দিয়ে অনেক শিক্ষিত তরুণকে পাঠিয়েও থাকে এই চক্র। জাল ভিসায় উচ্চ শিক্ষার পাশাপাশি লোভনীয় চাকরির আশায় বিদেশে গিয়ে বন-জংগলে কিংবা নিরাপত্তা কর্মীদের হাতে ধরা পড়ে শত শত তরুণ অর্ধাহারে-অনাহারে মানবেতর জীবন-যাপন করছে। অনেকে অসুস্থ হয়ে করুণ মৃত্যুবরণ করেছে। কিছুদিন আগে স্পেনে প্রবেশকালে ইঞ্জিন চালিত নৌকাযোগে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দেয়ার সময় ১৪ জন তরুণের সলিল সমাধি ঘটে। দীর্ঘদিন না খেয়ে থাকায় নৌকায় এক তরুণের মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটে। এই ভূমধ্য-সাগরের ট্রাজেডি নিয়ে ঐ সময় প্রশাসনের টনক নড়ে। কিছুদিন সরকারিভাবে ব্যাপক তৎপরতা দেখা গেলেও কয়েক মাস পর ঐ তৎপরতা আর দেখা যায়নি। পুনরায় প্রতারকচক্রের দৌরাত্ম্য বেড়ে যায়।

উক্ত প্রতারকচক্রের শিকার অর্ধশতাধিক তরুণের মধ্যে ৩১ জন ইত্তেফাকে এসে তাদের করুণ অবস্থার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। তরুণরা হলোঃ চট্টগ্রামের এনামুল হক, এমদাদুল হক, বিশ্বজিৎ রায়, সত্যব্রত দত্ত, বেলাল উদ্দিন ওরফে জালাল, আবদুর রব, সুপ্তি বড়ুয়া, মাহবুবুল হক, মোঃ হিরা, মোঃ শামীম ও নোয়াখালীর মীর হোসেন, সিরাজুল ইসলাম, সালাহউদ্দিন, ঢাকার রুহুল আমিন, হুমায়ুন কবির, কামরুল হোসেন, হারুন মিয়া, আবদুল মজিদ, মোহর আলী, কামরুল হোসেন, মোঃ লিটন, মোঃ হারেছে ওরফে হালিম ও লাকসামের মোঃ স্বপন, আনোয়ারুল আজিম ও হাফিজুর রহমান, সিলেটের মহিনুল ইসলাম, সালেহ আহমেদ, কুমিল্লার ফারুক মিয়া ও মুন্সিগঞ্জের জাহিদ হাসান। এই ৩১ তরুণের নিকট থেকে প্রতারকচক্র প্রায় ২ কোটি টাকা নিয়ে গেছে। উক্ত চক্রের সঙ্গে শিক্ষা বিভাগ ও বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এবং এই সকল দফতরের অধীনস্থ প্রশাসনের এক শ্রেণীর কর্মকর্তা-কর্মচারী জড়িত। তারাও প্রতারকচক্রের নিকট থেকে কোটি কোটি টাকার ভাগ পায়।

এই ব্যাপারে জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর মহাপরিচালক আবদুল মালেক বলেন, উচ্চ শিক্ষার্থে বিদেশে যাওয়ার বিষয় তার দফতরের নয়। চাকরি নিয়ে বিদেশ যাওয়ার বিষয় এই দফতরের অধীনে পড়ে। তার দফতরের অধীনে এই ধরনের প্রতারণার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে বলে মহাপরিচালক জানান।

রাজধানীতে আদম পাচারকারী চক্রের প্রধানসহ গ্রেফতার চার

জালিয়াতি ও প্রতারণার মাধ্যমে বিদেশে লোক পাঠানোর সঙ্গে জড়িত সংঘবদ্ধ চক্রের প্রধানসহ চারজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। দুই বছর আগের একটি ঘটনায় রাজধানীর যাত্রাবাড়ি থানায় দায়ের করা মামলার প্রেক্ষিতে চক্রটিকে গত সোমবার গোয়েন্দা পুলিশ গ্রেফতার করে। এরা হচ্ছে আলহাজ্ব সামছুদ্দোহা ফারুক ওরফে টাক ফারুক, মোঃ ফারুক ওরফে কালা ফারুক, মোঃ সিরাজুল ইসলাম ও মোঃ মাহবুবার রহমান।

পুলিশ জানায়, গ্রেফতারকৃতরা ২০০৬ সালে জনৈক বিষ্ণুপদ কুন্ডুর ভাই ও একজন প্রতিবেশীকে ভালো বেতনের চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে দুবাইতে পাঠানোর প্রস্তাব দেয়। পরিবারে সচ্ছলতা ফিরিয়ে আনার জন্য জমি, সোনার অলংকার ও দুইটি গাভী বিক্রি করে আদম পাচারকারীদের হাতে তিন লাখ ৬০ হাজার টাকা বিষ্ণুপদ তুলে দেন। দুইজনকে দুবাই পাঠানোর পর তাদের আর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। দুবাই বিমান বন্দর থেকেই জাল পাসপোর্ট, জাল ভিসা, জাল এনওসি ও জাল টিকিটসহ দুই জনকে গ্রেফতার করা হয়। তারা দুবাই কারাগারে সাজা ভোগ করার পর ছাড়া পেয়ে দেশে ফিরে আসে। চক্রটি দুই জনকে দ্বিতীয়বার একই কৌশলে দুবাই পাঠাতে গেলে প্রতারণার বিষয়টি বুঝতে পেরে তারা সমুদয় টাকা ফেরত চায়।

প্রতারকচক্র টাকা ফিরিয়ে দেয়ার পরিবর্তে একাধিকবার তারিখ দিয়ে সময়ক্ষেপণ করলে গত সোমবার বিষ্ণুপদ কুন্ডু যাত্রাবাড়ি থানায় মামলা দায়ের করেন। বিষয়টি গোয়েন্দা পুলিশকে অবহিত করা হলে এসি আলিমুজ্জামানের নেতৃত্বে একটি বিশেষ দল অভিযান চালিয়ে চারজনকে গ্রেফতার করে। চক্রের প্রধান হচ্ছে টাক ফারুক। গোয়েন্দা পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে তারা প্রত্যেকে জালিয়াতি ও প্রতারণার সঙ্গে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে। গতকাল মঙ্গলবার মামলার বাদি গোয়েন্দা দফতরে গিয়ে চারজনকে সনাক্ত করেন। এদের বিরুদ্ধে রাজধানীর বিভিন্ন থানায় জালিয়াতি ও প্রতারণার একাধিক মামলা রয়েছে।